সমকালীন পাশ্চাত্য অধিবিদ্যার আলোকে সামান্যতত্ত্বের পর্যালোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রে
পিএইচ. ডি. উপাধি প্রাপ্তির
আবশ্যিক অংশরূপে প্রদত্ত অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক সমর কুমার মণ্ডল

গবেষক
ভবেশ গায়েন

দর্শন বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০০৩২
রেজি নং-AOOPH1200619 of 2019
মার্চ, ২০২৩

সমকালীন পাশ্চাত্য অধিবিদ্যার আলোকে সামান্যতত্ত্বের পর্যালোচনা

ভবেশ গায়েন,

পিএইচ. ডি. গবেষক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

দার্শনিক আলোচনায় রাণীর স্থান-অধিকারী অধিবিদ্যা বরাবরই আলোচনার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। জ্ঞানতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি শাখায় জগৎ, ভাষা ও চিন্তন মুখ্য আলোচ্য বিষয় হলেও সবকিছুর মূলসূত্র যেন অধিবিদ্যা। সেখানে জগৎ ও জীবনচর্চা ছাড়াও জগৎ-অতিবর্তী ঐশ্বরিকসত্তা, আত্মার অমরত্ব, ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ও আলোচনায় স্থান পায়। 'Metaphysics' এই ইংরেজি শব্দ দ্বারা অধিবিদ্যাকে প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে 'Meta' অর্থে অধি বা পূর্ববর্তী এবং 'Physics' অর্থে সাধারণত জ্ঞানবিদ্যা বা জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনাকে বোঝানো হয়। সেহেতু আক্ষরিক অর্থে অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হলো বস্তুজগৎ অতিবর্তী পরমসত্তার আলোচনা। প্রাচীন পাশ্চাত্য অধিবিদ্যায় এরূপ আলোচনাই যে মুখ্য ছিল তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তার আলোচনার ধরণ যেমন পরিবর্তীত হয়েছে, তেমনই বিষয়বস্তুও পরিবর্ধিত হয়েছে। সেখানে স্থান পেয়েছে জাগতিক সাধারণ আকার বা বিশেষ বিশেষ বস্তুর সমধর্মীতা, ইচ্ছার স্বাধীনতা, আত্মার অমরত্ব প্রভৃতি বিষয়।

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল অতিবর্তী অধিবিদ্যাকে (Transcendent Metaphysics) প্রথম পর্যায়ের দর্শন (First Philosophy) বলে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ের দার্শনিক আলোচনা হল অতিবর্তী অধিবিদ্যার আলোচনা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের দার্শনিক আলোচনা হল ভৌতজগৎ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। সেই অর্থে অতিবর্তী ঐশ্বরিক সত্তাই ছিলো আধিবিদ্যক আলোচনার মুখ্য বিষয় এবং মধ্যযুগীয় দর্শনেও তার উল্লেখযোগ্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বুদ্ধিবাদী দার্শনিক আলোচনায় আধিবিদ্যক সত্তার প্রকৃতি মুখ্য বিষয় হলেও তা নানা উপবিভাগে আলোচিত হয় এবং পরিধি অনেক বৃদ্ধি পায়। সেখানে কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁর প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা অগ্রসর হয়না, সেই সঙ্গে দেহ-মনের প্রভেদ, মনুষ্য জাতির সঙ্গে দেহ-মনের সম্বন্ধ, ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রকৃতি ও বিস্তৃতি প্রভৃতিও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়। এমনই এক আধিবিদ্যক আলোচ্য বিষয় হলো জাগতিক সাধারণ আকার বা সামান্যসত্তা।

সামান্যের সমস্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সেখানে জাগতিক সাধারণ আকারকে বিভিন্ন মতবাদে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমার গবেষণামূলক অভিসন্দর্ভটি মূলত বাস্তববাদ (Realism), নামবাদ (Nominalism), ট্রোপতত্ত্ব (Trope Theory), ও বস্তুস্থিতিতত্ত্বের (Theory of States of Affairs) আঙ্গিকে বিচারমূলকভাবে আলোচিত হয়েছে।

যেখানে বাস্তববাদে সমজাতীয় বিশেষ বিশেষ বস্তুর সাধারণ সত্তার মন নিরপেক্ষভাবে বিশেষ অতিরিক্ত বস্তুগতমূল্য স্বীকার করা হয়। সেই কারণে উক্ত মতবাদকে বাস্তববাদ বলা হয়। যেমন- সমজাতীয় বিশেষ বিশেষ লাল ফুলের লালত্ব-রূপ সাধারণ ধর্ম বিশেষ বিশেষ লাল ফুল অতিরিক্ত বস্তুগতভাবে বিদ্যমান।

আবার নামবাদে ঠিক তার বিপরীত মত পোষণ করে বলা হয় যে, লালত্ব-রূপ ধর্মের বিশেষ বিশেষ লাল ফুল ব্যতিরেকে কোন বস্তুগতমূল্য নেই, তা শ্রেণীবাচক নামমাত্র।

আবার সমকালীন ট্রোপতত্ত্বে দেখানো হয় যে, লালত্ব-রূপ ধর্মের বিশেষ বিশেষ লাল ফুল অতিরিক্ত বস্তুগতমূল্য নেই, তবে তা কেবল শ্রেণীবাচক নামমাত্রও নয়। তাঁরা বিশেষ বিশেষ লাল ফুলের প্রেক্ষিতে অভিন্ন লাল ধর্ম স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে লালত্ব-রূপ ধর্ম বিশেষ বিশেষ লাল বস্তুর ন্যায় বিশেষ লাল ধর্ম।

অন্যদিকে বস্তুস্থিতিতত্ত্বে উক্ত সমস্যা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে। সেখানে এক একটি লাল ফুলের লাল ধর্ম মিলে হয় লাল গুণযুক্ত ফুলের বস্তুস্থিতি। অর্থাৎ লালত্ব ধর্ম লাল ফুল স্বতন্ত্র নয়, লাল গুণযুক্ত ফুলের বস্তুস্থিতি দ্বারা উক্ত বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত মতবাদগুলি ক্রমানুসারে পর্যালোচনা করলে দেখবো যে, সেখানে সামান্যের অতিবর্তী আধিবিদ্যক ধারণা খণ্ডিত হয়েছে এবং জাগতিক সাধারণ আকারের আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে।

গবেষণামূলক প্রশ্ন-

প্রথম প্রশ্ন- ব্যক্তি-মন নিরপেক্ষভাবে বিশেষ অতিরিক্ত কেবল বিমূর্ত অভিন্ন সামান্যসত্তা আছে কি? উত্তর- না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন- বিশেষের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য আকারে সামান্যসত্তা কি স্বীকার করা সম্ভব? উত্তর- হ্যাঁ।

প্রথমত, অতিবর্তী বাস্তববাদী প্লেটোর সামান্যতত্ত্বের ব্যাখ্যায় লক্ষ্য করা যায় যে, সামান্যসত্তার বিশেষ নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। তাঁর মতে,

> "The Forms, however, are not laws of the sequence or coexistence of phenomena, but ideas or patterns, which have a real existence independent of our minds."[1]

অর্থাৎ, সামান্যসত্তা ব্যক্তিমন নিরপেক্ষভাবে ধারণার জগতে অবস্থান করে, যার প্রতিফলন স্বরূপ বিশেষ বিশেষ বস্তু আমরা বস্তুজগতে লক্ষ্য করি। যেমন- জাগতিক সুন্দর সুন্দর বস্তু হলো আদি সৌন্দর্যের প্রতিফলন। আদি সৌন্দর্য,

[1] MacDonald Cornford, *The Republic of Plato*, (Oxford: Clarendon Press, 1966), 176.

প্রকৃত ন্যায় প্রভৃতির অবস্থান ধারণার জগতে।[2] জাগতিক এই সকল সুন্দর বস্তু, ন্যায়-এর ধারণা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস উৎপন্ন হয় এবং সে সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন মতামত প্রদান করি। কেউ হয়তো মত প্রদান করে বলতে পারে বস্তুটি বেশি সুন্দর, কেউ মত প্রদান করে হয়তো বলতে পারে তুলনামূলক কম সুন্দর প্রভৃতি।

কিন্তু জ্ঞান হলো- গাণিতিক জ্ঞান এবং বিমূর্ত সত্তার জ্ঞান। গাণিতিক জ্ঞান যেমন- 2+2=4

বিমূর্ত সত্তার জ্ঞান হলো সামান্যসত্তা বা ধারণার জ্ঞান।

মঙ্গল(Good)			
জ্ঞানের স্তর	**D. Abstract Knowledge. বিমূর্ত জ্ঞান**	**Intelligence. বিশুদ্ধ সারসত্তা সমূহ**	**জ্ঞানের বিষয়**
	C. Mathematical Knowledge. গাণিতিক জ্ঞান (মূর্ত)	**Thinking (চিন্তামূলক) গণিত প্রভৃতি বিষয়**	

[2] MacDonald, *The Republic of Plato*, 179.

বিশ্বাস বা মতামতের স্তর	B. Visible Thinking. ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতালব্ধ মতামত	Belief (বিশ্বাস) ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বিষয়	বিশ্বাস বা মতামতের বিষয়
	A. Images (কল্পনা)	Imagining (কল্পনার বিষয়) যেমন মানুষের ছবি, স্বপ্নের বিষয় প্রভৃতি[3]	

কিন্তু এপ্রসঙ্গে প্রথম আপত্তি করেন তাঁরই শিষ্য অ্যারিস্টটল। সামান্যসত্তার বিশেষ অতিবর্তী ধারণার জগতে অবস্থানকে তিনি খণ্ডন করেন এবং সামান্যসত্তাকে বিশেষ সম্পৃক্ত হিসেবে ব্যাখ্যা দেন। যেমন- আমরা যদি বলি যে, **'আমটি হয় সবুজ'** তাহলে উক্ত **'সবুজ'** গুণটি এমন ধারণার জগতে অবস্থান করতে পারে না, যায় প্রতিফলন ঘটে বিশেষ বিশেষ আম নামক বস্তুতে। বরং সেটি বিশেষ বিশেষ আমের মধ্যেই অবস্থান করে। যদিও সেটি এই অর্থে বস্তুগতভাবে সৎ যে, তা কেবল বিশেষ একটি লাল আমকে বোঝায় না, যাবৎ লাল রঙের আমকে বা যাবৎ লাল বস্তুকে বোঝাতে সক্ষম।

[3] MacDonald, *The Republic of Plato*, 217.

আবার অন্য এক বাস্তববাদী বার্টেন্ড রাসেল প্লেটোর উক্ত ধারণাকে দুটি ভাগে ব্যাখ্যা করেন। যথা- আধিবিদ্যক ব্যাখ্যা ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা। আধিবিদ্যক দিক অর্থাৎ বস্তুজগৎ অতিরিক্ত ধারণার জগৎ স্বীকার এবং ধারণার জগতে সামান্যসত্তার অবস্থানকে তিনি অস্বীকার করলেও সামান্যসত্তার বিশেষ নিরপেক্ষ বিদ্যমানতা (Subsistence) স্বীকার করেন। অর্থাৎ বিশেষ অস্তিত্বশীল (Existence) হলেও সামান্যসত্তা বিদ্যমান (Subsistence) হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

> "We shall find it convenient only to speak of things *existing* when they are in time, that is to say, when we can point to some time at which they exist (not excluding the possibility of their existing at all times). Thus thoughts and feelings, minds and physical objects *exist*. But Universals do not exist in this sense; we shall say that they *subsist* or *have being*, where "being" is opposed to "existence" as being timeless. The world of Universals, therefore, may also be described as the world of being."[4]

[4] B. Russell, *The Problems of Philosophy*, (London: Williams & Norgate, 1912), 155-156.

আর সেটি না মানলে অনেক ধারণার যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব হবে না। যেমন- সবুজত্ব-এর ধারণা দিয়ে যদি আমরা ব্যাখ্যা করি তাহলে দেখবো যে, উক্ত ধারণা কেবলমাত্র একটি বিশেষ বস্তুর (দেয়ালটি) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তা যাবৎ সবুজ বস্তুকে বোঝাতে সক্ষম (আম, বাড়ী, জামা প্রভৃতি)। আবার উক্ত ধারণা মানসিকও বলা যায় না, যদিও আমরা তা জানি চিন্তার মধ্য দিয়ে। কেননা, একজনের মানসিক ক্রিয়া অন্যজনের থেকে ভিন্ন হবেই। কিন্তু সবুজত্ব ধারণা অপরিবর্তনীয়।

> "One man's act of thought is necessarily a different thing from another man's; one man's act of thought at one time is necessarily a different thing from the same man's act of thought at another time. Hence, if whiteness were the thought as opposed to its object, no two different men could think of it, and no one man could think of it twice. That which many different thoughts of whiteness have in common is their *object*, and this object is different from all of them. Thus Universals are not thoughts, though when known they are the objects of thoughts."[5]

[5] Russell, *The Problems of Philosophy*, 155.

এছাড়াও তিনি সম্বন্ধকে সামান্যসত্তা হিসেবে স্বীকার করেন। যেমন- এডিনবার্গ লন্ডনের উত্তরদিকে অবস্থিত। এক্ষেত্রে লন্ডন ও এডিনবার্গ যেভাবে অস্তিত্বশীল সেই অর্থে 'উত্তরদিকের ধারণা' অস্তিত্বশীল নয়, তা স্থান-কালের অতিবর্তী এবং ব্যক্তির মানসিক ধারণার উপর নির্ভরশীল নয়।

> "We may therefore now assume it to be true that nothing mental is presupposed in the fact that Edinburgh is north of London. But this fact involves the relation "north of," which is a universal; and it would be impossible for the whole fact to involve nothing mental if the relation "north of," which is a constituent part of the fact, did involve anything mental."[6]

এরপর তিনি সামান্যের জ্ঞান প্রসঙ্গে বলেন যে, মূলত দুইভাবে আমরা সামান্যের জ্ঞান অর্জন করতে পারি।

প্রথমত- পরিচিতিমূলক জ্ঞান (Knowledge by Acquaintance)। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ-এর সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, সমজাতীয় বস্তু অভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়। যেমন- আমরা যখন **একটি সাদা ছাপ** লক্ষ্য করি তখন একটি বিশেষ সাদা ছাপের জ্ঞান হলেও যখন একই

[6] Russell, *The Problems of Philosophy*, 153.

ধরণের অনেক সাদা ছাপ লক্ষ্য করি তখন প্রতিটি সাদা ছাপের মধ্যে যে সাদাত্ব ধর্ম বর্তমান সেটি আমরা বিমূর্তিকরণের মাধ্যমে জানতে পারি। একইভাবে তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সম্বন্ধ (যেমন- একটি বস্তু আরেকটি বস্তুর উপরে অবস্থিত) প্রসঙ্গে অভিন্ন মত পোষণ করেন। আসলে আমরা যখন বলি যে, 'আপেলটি টেবিলের উপরে অবস্থিত', তখন 'আপেল' শব্দটির নির্দেশকমূল্য ওই বিশেষ আপেলটি হলেও 'উপর'-এর ধারণাটি কেবল একটি বিশেষ আপেল এবং একটি বিশেষ টেবিল সম্পর্কে প্রযোজ্য তা বলতে পারি না, তার দ্বারা যাবৎ 'উপর'-এর ধারণাকে বোঝায়, আর সেটিই হলো সামান্যসত্তা। অর্থাৎ সামান্যসত্তার ক্ষেত্র অপরিসীম। এভাবে তিনি সাদৃশ্যসম্বন্ধ, তুলনামূলক বড়ো প্রভৃতি সম্বন্ধকেও ব্যাখ্যা করেন।

দ্বিতীয়ত- অন্যদিকে বস্তুর নিষ্কাশনযোগ্য জ্ঞানকে (Derivative Knowledge) তিনি বর্ণনার মাধ্যমে সামান্যকে জানা বলেন। যেমন- যুক্তিবিজ্ঞান, জ্যামিতিক বিভিন্ন সূত্র যে সামান্যসত্তা নির্দেশ করে সেটি আমরা বর্ণনার মাধ্যমে জানতে পারি।

যদিও উক্ত বাস্তববাদী মতবাদ তাঁদের প্রতিপক্ষ নামবাদের দ্বারা বিশেষভাবে খণ্ডিত হয়। কেননা, নামবাদে সামান্যসত্তাকে যেমন বিশেষ নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল বলে স্বীকার করা হয় না, তেমনই সমজাতীয় বিশেষের সাধারণ ধর্ম হিসেবে বস্তুগতভাবে সামান্যসত্তা থাকতে পারে এমনটিও মান্যতা দেওয়া হয় না। সেখানে সামান্যসত্তাকে সমজাতীয় বিশেষের সাধারণ শ্রেণীবাচক

নাম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে একথা বলা হয় যে, এটি সমজাতীয় বিশেষকে একত্রে বোঝানোর অন্যতম একটি কৌশল। আর সামান্যসত্তার বস্তুগতমূল্য স্বীকার না করেও যদি বিষয়টি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় তাহলে অহেতুক কেন তা স্বীকার করা হবে। যেমন- আমরা যখন বলি যে, **'আমটি হয় সবুজ'**, তখন উক্ত বাক্যের অর্থ বুঝতে গেলে প্রকৃতপক্ষে যেটি দরকার সেটি হলো উক্ত বিশেষ আমটি লক্ষ্য করা এবং তার রঙ যদি প্রকৃত সবুজ হয় তাহলে বাক্যটির সত্যমূল্য সত্য হবে নাহলে মিথ্যা। এভাবে প্রতিটি বস্তু এবং তার বিশেষ বিশেষ ধর্ম বা সম্বন্ধ প্রসঙ্গে একইভাবে বস্তুজগতের উপর নির্ভর করে সত্যমূল্য নির্ণয় করা সম্ভব হলে অহেতুক সত্তাগত জটিলতার কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না।

কিন্তু সেক্ষেত্রে বাস্তববাদী পক্ষ অবলম্বন করে বলা যায় যে, এভাবে সকলক্ষেত্রে সামান্যসত্তাকে বিশেষের দ্বারা ব্যাখ্যা করে বিমূর্ততা পরিহার করা সম্ভব নয়। তাছাড়া আমরা যখন বলছি যে, **'আমটি হয় সবুজ'**, তখন 'আম' পদটির দ্বারা বিশেষ একটি আমকে বোঝালেও 'সবুজ' পদটির প্রকৃতি ভিন্ন। এক্ষেত্রে সবুজ পদটির দ্বারা কেবলমাত্র বিশেষ একটি সবুজ রঙের বস্তুকে বোঝায় না, উক্ত পদ যাবৎ সবুজ রঙের বস্তুকে বোঝাতে সক্ষম। সেহেতু তার বস্তুগতসত্তা স্বীকার করতেই হয়, তা নাহলে আপাতদৃষ্টিতে সত্তাগত আলোচনা সরল আকার ধারণ করলেও অনেক বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হবে না। যেমন- আমরা যদি বলি যে, **'সবুজ হলো একটি গুণ'**, সেক্ষেত্রে নামবাদীরা বলবেন যে, **সবুজ বস্তু হয় গুণযুক্ত বস্তু**। অর্থাৎ গুণ বা সম্বন্ধকে বিশেষ বিশেষ

বস্তুর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য আকারে প্রকাশ করে তার বিমূর্ততাকে পরিহার করা হয়। কিন্তু তা কি সর্বক্ষেত্রে সম্ভব? কেননা, এখন যদি একটি উদাহরণ গ্রহণ করি যে; **'সাহসিকতা হলো একটি নৈতিক সৎগুণ'**। তাহলে উক্ত মত গ্রহণ করে বলতে হয় যে, **সাহসী ব্যক্তি হয় নৈতিক সৎগুণযুক্ত ব্যক্তি**। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে কি সাহসী ব্যক্তি নৈতিক সৎগুণযুক্ত হয়? **এমন অনেক সাহসী ব্যক্তি থাকতেই পারে যারা অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত**। সুতরাং সকলক্ষেত্রে এভাবে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে সামান্যসত্তাকে অভিন্ন আকারে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। **কেননা, বিশেষ সত্তার কেবল নির্দেশকমূল্য থাকলেও সামান্যসত্তার যেমন একটি নির্দেশকমূল্য থাকে তেমনই তার একটি জাতিগতমূল্য আমাদের স্বীকার করতেই হবে।**

অর্থাৎ আমরা লক্ষ্য করলাম যে, সামান্যসত্তাকে সম্পূর্ণভাবে বিশেষের সঙ্গে অভিন্ন আকারে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। **কিন্তু তার দ্বারা এটিতো প্রমাণিত হয় না যে, সামান্যসত্তার বিশেষ স্বতন্ত্র বস্তুগতমূল্য আছে।** সেটি তথাকথিত বাস্তববাদীদের একধরণের পূর্বস্বীকৃতি বলেই মনে হয়। **তাহলে এমন কোন তত্ত্ব কি আছে যেখানে সামান্যসত্তাকে বিশেষ স্বতন্ত্র বস্তুগত আকারে স্বীকার না করা হলেও, বা তা কেবল বিশেষের সঙ্গে অভিন্ন আকারে প্রকাশ না করেও যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে?** সামান্যতত্ত্বের সমকালীন আলোচনায় আমরা এরূপ তত্ত্বের সন্ধান পাই। যেখানে সামান্যসত্তাকে বিশেষ অতিরিক্ত সত্তার মর্যাদা প্রদান

না করা হলেও তা কেবল বিশেষের সঙ্গে অভিন্ন এমনটিও বলা হয় না। এমন তত্ত্বের নাম হলো ট্রোপতত্ত্ব (Trope Theory)।

তাঁদের মতে, প্রতিটি বিশেষ একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র এবং তার অন্যতম লক্ষণ হলো **সংখ্যাগত ও স্থান-কালগত ভিন্নতা**। আর এরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিশেষের কখনোই অভিন্ন গুণ বা সম্বন্ধ থাকা সম্ভব নয়। **তবে তাঁরা বস্তুর গুণ বা সম্বন্ধ কোনোটিই অস্বীকার করেন না**। তাঁরা দাবি করেন যে, প্রতিটি বিশেষ যেমন পরস্পর স্বতন্ত্র তেমনই তাদের গুণ ও সম্বন্ধও ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ **তাঁরা বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ ও সম্বন্ধ স্বীকার করেন**। তাঁরা বিশেষকে মূর্ত বিশেষ (Concrete Particulars) বলেন এবং গুণ ও সম্বন্ধকে বিমূর্ত বিশেষ (Abstract Particulars) বলেন। যেমন- আমরা যখন বলি যে, **'আমটি হয় সবুজ', 'কলাটি হয় সবুজ'**; তখন উক্ত বিশেষ আমটি বা কলাটি হলো মূর্ত বিশেষ (Concrete Particulars) এবং তাদের বিশেষ বিশেষ সবুজ রঙ হলো বিমূর্ত বিশেষ (Abstract Particulars)। **কিন্তু এরূপ সবুজ রঙ-জাতীয় ধর্ম কখনোই সমজাতীয় স্থান, কাল ও সংখ্যাগত ভেদবিশিষ্ট বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে অভিন্ন আকারে থাকতে পারে না**। কিন্তু আবার এরূপ ধর্ম বা সম্বন্ধ বিশেষের সঙ্গে অভিন্নও হতে পারে না। কেননা, মূর্ত বিশেষের বৈশিষ্ট্য এবং বিমূর্ত বিশেষ আকারে গুণ বা সম্বন্ধের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন। আবার প্রতিটি মূর্ত বিশেষের বিশেষ বিমূর্ত ধর্ম পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত হলেও অভিন্ন নয়। **যেমন- মূর্ত বিশেষ বলতে তাকেই বোঝায় যা সাধারণত বাক্যের বিধেয় দ্বারা নির্দেশিত**

উদ্দেশ্যপদ এবং পরস্পর সংখ্যাগত ভেদবিশিষ্ট। যেমন- যদি বলি যে, 'আমটি হয় সবুজ', 'কলাটি হয় সবুজ'; তাহলে উক্ত বাক্যের উদ্দেশ্যপদ 'আমটি' বা 'কলাটি' হলো মূর্ত বিশেষ, যারা পরস্পর সংখ্যাগতভাবে ভিন্ন।

আর বিমূর্ত বিশেষ হলো এমন ধর্ম যা বাক্যের উদ্দেশ্যপদ দ্বারা নির্দেশিত ধর্ম। যেমন- উক্ত বাক্যের বিধেয় পদ **'সবুজ ধর্মটি'** হলো বিমূর্ত বিশেষ। যেটিকে সামগ্রিকভাবে বললে হয় **সবুজ রঙযুক্ত বিশেষ আম বা সবুজ রঙযুক্ত আম-এর ট্রোপ, বা সবুজ রঙযুক্ত কলা-এর ট্রোপ;** যেটি অন্য আরেকটি বিশেষ সবুজ রঙযুক্ত আমের ট্রোপের থেকে ভিন্ন, বা অন্য আরেকটি সবুজ রঙযুক্ত কলার ট্রোপ থেকে ভিন্ন (যদিও তারা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ)। তারা যে পরস্পর ভিন্ন তা বলাই বাহুল্য। কেননা, একটি সবুজ আমের সবুজ রঙ, আকার প্রভৃতি অন্য আরেকটি সবুজ রঙের আমের সঙ্গে কখনোই অভিন্ন হতে পারে না, বা একটি সবুজ কলার সবুজ রঙ, আকার প্রভৃতি অন্য আরেকটি সবুজ রঙের কলার সঙ্গে কখনোই অভিন্ন হতে পারে না। **কেননা, তাদের মতে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অন্তরায় হলো সংখ্যাগতভেদ।**

কিন্তু সংখ্যাগত ভেদবিশিষ্ট হলেও তাদের অভিন্ন আকার, রঙ প্রভৃতি হতে পারে বলে ডি. এম. আর্মস্ট্রং তাঁর বস্তুস্থিতিতত্ত্বে দেখানোর চেষ্টা করেন। কেননা, ধরা যাক যে, **A4 সাইজের অনেকগুলি কাগজ,** তারা যে পরস্পর সংখ্যাগতভাবে ভিন্ন তা বলাই বাহুল্য; কিন্তু তারা যে সমআকৃতিবিশিষ্ট তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত। তাছাড়া প্রতিটি বস্তুকে যদি এভাবে পরস্পর

সংখ্যাগত ভেদবিশিষ্ট আকারে প্রকাশ করা হয় তাহলে তাদের মধ্যে কি কোনো সম্বন্ধ নেই? তারা কি কেবলই আকস্মিক? পরস্পর স্বতন্ত্র? এপ্রশ্নও উত্থাপিত হয়। যদিও এরূপ গুণবিশিষ্ট বস্তুর পরস্পর সম্বন্ধ হিসেবে প্রাকৃতিক একরূপতা নীতির প্রসঙ্গও উল্লেখ করা হয় এবং পূর্বপক্ষীদের আরও কিছু সমস্যার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ডি. এম. আর্মস্ট্রং তাঁর বস্তুস্থিতিতত্ত্ব স্থাপন করেন। যেটি বিজ্ঞানসম্মত বাস্তববাদ (Scientific Realism) নামেও পরিচিত।

উক্ত বস্তুস্থিতিতত্ত্বে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, **কোন বস্তু এবং তার ধর্ম দুটি ভিন্ন বিষয় নয়,** তা কেবল উক্ত বস্তুর সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধিত। যেমন- আমরা যখন বলি যে, 'আমটি হয় সবুজ'; তখন 'সবুজ' ধর্মটি যেমন কেবলমাত্র শ্রেণীবাচক নামমাত্র নয়, তেমনই তা প্রতিটি বস্তুর প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন ট্রোপও নয়; তা অভিন্নসত্তা হলেও প্রতিটির বস্তুস্থিতি (States of Affairs) যে ভিন্ন ভিন্ন তা আমাদের স্বীকার করতে হবে। অর্থাৎ একটি আম এবং তার সবুজ রঙ যে বস্তুস্থিতিতে অবস্থিত, অপর আম বা অন্য কোন সবুজ রঙের বস্তুর বস্তুস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন।

কিন্তু তথাকথিত বাস্তববাদে তা স্পষ্ট করে দেখানো হয়নি। সেখানে সবুজ রঙকে বিশেষ বিশেষ সবুজ বস্তু স্বতন্ত্রভাবে অভিন্ন বলা হয়েছে। অর্থাৎ সবুজত্ব ধর্মকে বস্তুগতভাবে সবুজ বস্তুরূপ আম থেকে স্বতন্ত্র বলা হয়েছে, ফলে বিশেষের সঙ্গে গুণ বা সম্বন্ধের একটি সম্বন্ধগত বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর অভিন্ন গুণ বা সম্বন্ধ বস্তুগতভাবে সৎ বললে তা স্বীকার করা কেবল পূর্বস্বীকৃতিই

হয়। কিন্তু বস্তুস্থিতিতত্ত্বে দেখানো হয়েছে যে, প্রতিটি বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন বস্তুস্থিতি স্বীকার করেও তাদের গুণকে অভিন্ন বলা যায় (বিজ্ঞানসম্মতভাবে এবং প্রকৃতিতত্ত্ব দ্বারা)। কেননা, আমরা যখন বলি যে, আপেলটি টেবিলের উপরে অবস্থিত এবং কলমটি টেবিলের উপরে অবস্থিত; তখন উভয়ক্ষেত্রে 'উপরের' ধারণাটি যে অভিন্ন তা বলাই বাহুল্য। সেই অর্থে এটি বাস্তববাদী ব্যাখ্যা। কিন্তু একইসঙ্গে এটিও সমভাবে প্রাসঙ্গিক যে, আপেলের সঙ্গে টেবিলের যে বস্তুস্থিতি, কলমের সঙ্গে টেবিলের সেই বস্তুস্থিতি নয়, তা ভিন্ন বস্তুস্থিতি। যেকারণে তথাকথিত বাস্তববাদে যে ত্রুটি দেখা যায়; অর্থাৎ বিশেষের সঙ্গে সামান্যের সম্বন্ধগত ত্রুটি, অনাবস্থা দোষ প্রভৃতি, সেগুলি বস্তুস্থিতিতত্ত্ব পরিহার করতে সক্ষম। অর্থাৎ যাকে বস্তুস্থিতিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে তার প্রসঙ্গেই সামান্যসত্তা প্রযোজ্য। **অর্থাৎ ভিন্নতার মাঝেও অভিন্নতা থাকতে পারে বলে তিনি মনে করেন। বা বলা যায় যে, আধিবিদ্যক আলোচনার বিষয় যেন এমন হয় যার সঙ্গে বাস্তবের সরাসরি সম্বন্ধ থাকে এবং তা যেন বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণযোগ্য হয়** এবং এটিই হলো সমকালীন অধিবিদ্যায় সামান্যসত্তা আলোচনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেখানে জাগতিক সাধারণ আকারের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কোনো জগৎ অতিবর্তী সত্তাকে পূর্বস্বীকৃতি (Presupposition) হিসেবে ধরা হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী

- Ackrill, J. L. *Aristotle, Categories and De Interpretatione*. Oxford: Clarendon Press, 2002.
- Armstrong, David Malet. "Infinite Regress Arguments and the Problem of Universals." *Australasian Journal of Philosophy* 52, no. 3 (1974): 191-201.
- Armstrong, David Malet. "Naturalism, Materialism and First Philosophy." *Philosophia: Philosophical Quarterly of Isreal* 8, no. 2-3 (1978): 261-276.
- Armstrong, David Malet. "Towards a Theory of Properties: Work in Progress on the Problem of Universals." *The Journal of the Royal Institute of Philosophy* 50, no. 192 (1975): 145-155.
- Armstrong, David Malet. *A Combinatorial Theory of Possibility*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Armstrong, David Malet. *A Theory of Universals: Universals and Scientific Realism.* Vol. II, Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
- Armstrong, David Malet. *A World of States of Affairs*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Armstrong, David Malet. *Nominalism and Realism: Universals and Scientific Realism*. Vol. I. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
- Armstrong, David Malet. *What is Laws of Nature?.* Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Berkeley, George. *A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge*. Philadelphia: j.b. Lippincott & co., 1874.

- Bodnar, Istvan. "Aristotle's Natural Philosophy." *Stanford Encyclopedia of Philosophy.* January 8, 2018, https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-natphil/. (accessed December 29, 2022).
- Bradley, F.H. *Appearance and Reality*. Franklin Classics, 2018.
- Campbell, Keith. *Abstract Particulars*. Cambridge: Basil Blackwell, 1990.
- Campbell, Keith. *The Metaphysic of Abstract Particulars*. Oxford: Oxford University Press, 1997.
- Chakraborti, S. *Realism and its alternatives.* Kolkata: Papyrus, 2000.
- Cornford, Francis Macdonald. *The Republic of Plato.* Oxford: Clarendon Press, 1944.
- DI Bella, Stefano and M. Schmaltz Tad. ed. *The Problem of Universals in Early Modern Philosophy*. kindle Edition, Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Dummett, Micheal. *Frege: Philosophy of Language*, Cambridge: Harvard University Press, 1981.
- E. Brower, Jeffrey and Guilfoy, Kelvin. eds., *The Cambridge Companion to Abelard*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Falcon, Andrea. "Aristotle on Causality." *Stanford Encyclopedia of Philosophy.* March 7, 2019, https://plato.stanford.edu/entries/aristotle causality/#FouCau. (accessed December 29, 2022).
- Galluzzo, Gabriele. Loux, Michael J. *The Problem of Universals in Contemporary Philosophy.* 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

- Guilfoy, Kevin. "Peter Abelard (1079—1142)." *Internet Encyclopedia of philosophy.* https://iep.utm.edu/abelard/. (accessed December 29, 2022).
- Gupta, Chanda. *Realism versus Realism*. Kolkata: Allied, 1995.
- Hamlyn, D.W. *Metaphysics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- Inwagen, Peter van. Sullivan, Meghan. "Metaphysics." *Stanford Encyclopedia of Philosophy.* October 31, 2014, https://plato.stanford.edu/entries/metaphysics/#WorMetConMet. (accessed December 28, 2022).
- Jowett, Benjamin. *Plato Complete Works*. Create Space Independent Publishing Platform, 2015.
- Kripke, Saul. *Naming and Necessity.* Cambridge: Harvard University Press, 1981.
- Lewis, David. "Against Structural Universals." *Australasian Journal of Philosophy* 64, no. 1 (1986): 25-46.
- Lewis, David. "New Work for the Theory of Universals." *Australasian Journal of Philosophy* 61, no. 4 (1983): 343-377.
- Look, Brandon C. "Gottfried Wilhelm Leibniz." *Stanford Encyclopedia of Philosophy.* July 24, 2013, https://plato.stanford.edu/entries/leibniz/#MetLeiIde. (accessed December 28, 2022).
- Loux, Michael J. ed. *Metaphysics: Contemporary Readings.* London: Routledge, 2008.
- Loux, Michael J. *Metaphysics: A Contemporary introduction*. London: Routledge, 2006.
- Loux, Michael J. *Substance and Attribute: A Study in Ontology*. Holland: D. Reidel Publishing Company, 1978.

- Lowe, E. J. 'Substance', *An Encyclopedia of philosophy*. London: Routledge, 1996.
- Martin, C. B. "Substance Substantiated." *Australasian Journal of Philosophy* 58, no 1, (1980): 3-10.
- Martin, Cristopher. *Returning to Independent Universals*. USA: Michigan State University, 2002.
- Maurin, Anna-Sofia. "The Nature of Tropes." *Stanford Encyclopedia of Philosophy.* June 11, 2018, https://plato.stanford.edu/entries/tropes/. (accessed December 30, 2022).
- Mondal, Samar Kumar. *What am I? Strawson's Concept of a Person.* New Delhi: Abhijit Publications, 2012.
- Moore, G. E., Stout G. F. and Hicks, G. Dawes, "Are the Characteristics of Particular Things Universal or Particular?" *Aristotlelian Society Supplementary* 3, no. 1 (1923), 95-128.
- Moreland, J. P. "Keith Campbell and The Trope View of Predication." *Australasian Journal of Philosophy* 67, no. 4 (1989): 379-393.
- Moreland, J. P. *Universals, Qualities and Quality Instances: A Defense of Realism.* Lanham: University Press of America, 1985.
- Mumford, Stephen. *Russell on Metaphysics.* London: Routledge, 2013.
- Pap, Arthur. "Nominalism, Empiricism and Universals I." *The Philosophical Quaterly* 9, no. 37 (1959): 330-340.
- Quine, W. V. O. "On What There Is." *The Review of Metaphysics, a Philosophical Quarterly* 2, no. 5 (1948): 21-38.
- Quine, W. V. O. *Word and Object*. Cambridge: Technology Press of the Massachusetts Institute, 1960.

- Russell, B. "On Denoting." *Mind* 14, no. 56 (1905): 479-493.
- Russell, Bertrand. *History of Western Philosophy*. London: Routledge Classics, 2016.
- Russell, Bertrand. *The Problems of Philosophy*. London: Williams & Norgate, 1912.
- Sen, Sushanta. *A Study Of Universals*. West Bengal: Research Publications Committee, Visva-Bharati, December, 1978.
- Smith, K., N. *Immanuel Kant's Critique of Pure Reason*. London: Macmillan, 1929.
- Stout, G. F. *The Nature of Universals and Propositions.* Oxford: Oxford University Press, 1921.
- Strawson, P. F. *Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics.* North Yorkshire: Methuen, 1957.
- Tancred, Huge Lawson. *Aristotle: The Metaphysics*. London: Penguin Books, 2004.
- Tooley, Michael. *The Nature of Properties: Nominalism, Realism and Trope Theory.* New York & London: Garland Publishing, 1999.
- Tooley, Micheal. ed. *Nominalism, Realism and Trope Theory.* New York & London: Garland Publishing, 1999.
- Williams, Donald C. "Necessary Facts." *The Review of Metaphysics* 16, no. 4 (1963): 601-626.
- Williams, Donald C. "On the Elements of Being: I." *The Review of Metaphysics* 7, no. 2 (1953): 171-192.
- Williams, Donald C. "Universals and Existents." *Australasian Journal of Philosophy* 64, no. 1 (1986): 1-14.